Prof SANCHITA KABI { Email- Sanchita Kabi1973@gmail.Com
Assistent Prof in Philosophy
Raja. N.L. Khan women's College (Autonomous)
Paschim Medinipur.
721102

Module - (2)

প্রশ্ন:- বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্য।

Q-: Distintion between Analitic & Synthetic Judgement.

Answer start from Page-(2)
End Page: (7)

For 2nd Sem.
Western Philosophy.

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

classmate
Date
Page

Q: প্রশ্নঃ— বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্য। Distintion betoeen Analitic & Systhetic Judgement.

Ans:— Kant এর মতে অবধারণ দিয়েই জ্ঞান শুরু, কোন বিষয় সম্পর্কে যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা অবধারণ গঠন করতে পারছি ততক্ষন পর্যন্ত আমরা ঐ বিষয়ের জ্ঞান হয়েছে তা বলতে পারিনা, তাই Kant বলেন যে প্রাক অবধারণ স্তরে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়না। There in no Knowledge in the Pri Judgementel level.

এই অবধারণ কে Kant প্রথম অবস্থায় দুভাবে ভাগ করেছেন
১। বিশ্লেষনাত্মক (Analitic)
২। সংশ্লেষনাত্মক (Synthetic)

Kant বিশ্বাস করতেন যে এই দুটি অবধারণের মধ্যে পার্থক্য করতে হলে তাদের বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া দরকার। এখন বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে অবধারণ মূলত: দুই প্রকার —

প্রথমত:- সেই সকল অবধারণ যে গুলি কেবল ব্যাখ্যা ধর্মী অর্থাৎ যে গুলির দ্বারা জ্ঞান ভান্ডারে কোন নতুন কিছুই সংযোজন হয়না, আর

দ্বিতীয়ত:- সেই সব অবধারণ যেগুলি তথ্যধর্মী, অর্থাৎ যে গুলির দ্বারা জ্ঞান রাজ্যে নতুন খবর সংযোজিত হয়। Kant প্রথমোক্ত অবধারণ গুলির নাম দিয়েছেন বিশ্লেষক অবধারণ এবং দ্বিতীয় ধরনের অবধারণকে সংশ্লেষক নামে চিহ্নিত করেছেন।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

classmate
Date
Page

'Critique of Pure reason' গ্রন্থে ভূমিকা অংশে Kant এই পার্থক্য-টিকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে — যেসব অবধারণের অর্থ দিয়ে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়ের সম্বন্ধটি বিবেচিত হয়, সেই সব অবধারণের ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সম্ভব হতে পারে।

হয় বিধেয় 'B' উদ্দেশ্য 'A' ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থেকে উদ্দেশ্য A এর সঙ্গে যুক্ত থাকে, অথবা বিধেয় 'B' এ উদ্দেশ্য 'A' ধারণার বাইরে অবস্থান করে, যদিও ঐ দুটির মধ্যে সম্বন্ধ অটুট থাকে। Kant প্রথম ক্ষেত্রটির নাম দিলেন বিশ্লেষক আর দ্বিতীয়টির নাম দিলেন সংশ্লেষক।

বিশ্লেষক অবধারণ মাত্রই অতথ্য-জ্ঞাপক, বস্তু সম্পর্কে কোন নতুন খবর এসব অবধারণের কাছ থেকে আশা করা যায়না, একটি বিশ্লেষক অবধারণ, ঐ অবধারণে ব্যবহৃত একটি ধারণা কে বিশ্লেষণ করে মাত্র, এই কারণে বিশ্লেষক অবধারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Kant বলেন যে, বিশ্লেষক অবধারণ হল এমন একটি অবধারণ যার উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়ের ধারণাটি নিহিত থাকে। Kant এর মতে, বিশ্লেষক অবধারণের বিধেয় নতুন কোন তথ্য প্রকাশ করেনা, উদ্দেশ্যের ধারণায় যা গৃহীত হয়েছে তাকেই প্রকাশ করে, এই জাতীয় অবধারণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার কোন সাহায্য লাগেনা, — এ হল অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভেদ নীতির (Principle of identity) উপর প্রতিষ্ঠিত "সব জড় পদার্থ হল বিস্তৃত" — এই অবধারণটি বিশ্লেষণাত্মক অবধারণের দৃষ্টান্ত, কারণ জড় বস্তুর ধারণার মধ্যে পূর্ব থেকে বিস্তৃতির ধারণা নিহিত আছে। এই কারণে অবধারণ

classmate
Date
Page

যে জড়বস্তু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কে বিশ্লেষিত করে মাত্র, অন্য কিছু করেনা, এ জাতীয় অবধারণে আমরা বিধেয়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্য জড়বস্তু সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য খবর পাইনা।

অপর দিকে সংশ্লেষক অবধারণ হচ্ছে তথ্যজ্ঞাপক। এইসব অবধারণের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে নতুন খবর পাওয়া যায়। একটি সংশ্লেষক অবধারণ দুটি পৃথক ধারণা কে (concept) একত্র করে উদ্দেশ্য পদ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। এই কারণে সংশ্লেষক অবধারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, সংশ্লেষক অবধারণ হল এমন একটি অবধারণ যার উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়ের ধারণাটি নিহিত থাকেনা। কান্টের মতে, সংশ্লেষক অবধারণে বিধেয় নতুন তথ্য উপস্থাপিত করে। অন্যভাবে বলা যায় যে উদ্দেশ্যের ধারণায় যা গৃহীত হয়েছে, সংশ্লেষক অবধারণের বিধেয় তাকে সম্প্রসারণ করে। এই ধরনের অবধারণে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য কিছু সংযোজন করে।
'সব জড়বস্তু হয় হালকা বা ভারী'— এটি সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের দৃষ্টান্ত, যেহেতু 'হালকা' বা 'ভারী'র ধারণা জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে নিহিত নেই, বা জড়বস্তুর অংশের কোন অংশ নয়। এই অবধারণ হল অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত।

সমালোচনা:— কান্ট প্রদত্ত সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের এই সংজ্ঞা কান্টের অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কান্টের অভিপ্রায় ছিল এই যে, বিশ্লেষক-সংশ্লেষক পার্থক্যটি দ্বারা যাবতীয় অবধারণ কে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

কিন্তু একাধিক কারণে এই অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়েছে—

ক) যে সব অবধারণের আকার উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক আকারের নয়, সেগুলিকে এই সংজ্ঞা

প্রকাশ করেনা, উদাহরণ স্বরূপ "বৃষ্টি হবে অথবা বৃষ্টি হবেনা" — এই অবধারণটি যে, বিশ্লেষক যে ব্যাপারে কোন সংশয় নেই, কিন্তু বিশ্লেষক অবধারণের কোন প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসরণ করলে এই অবধারণটিকে বিশ্লেষক বলা খুবই কঠিন, কারণ এটি উদ্দেশ্য বিধেয়াত্মক আকারে নয়।

২। উদ্দেশ্য বিধেয়াত্মক আকারে হওয়া সত্ত্বেও একটি অবধারণ কান্টীয় বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে, উদাহরণ - 'Socrates was Mortal' অবধারণটি কান্টীয় মতানুসারে বিশ্লেষক কিংবা সংশ্লেষক কোনটিই হতে পারেনা, কারণ এই অবধারণের উদ্দেশ্য পদ, সক্রেটিস কোন ধারণা নয়, ধারণা সর্বদাই সামান্য হবে, অর্থাৎ তার দৃষ্টান্ত থাকবে, কিন্তু 'সক্রেটিস' নামটি একটি বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে বলে, এটি ধারণা হিসাবে গ্রাহ্য নয় অথচ কান্টীয় বিশ্লেষক ও বিশ্লেষক বিভাজনের মূল ভিত্তিই হল ধারণার বিশ্লেষক বিশ্লেষণ, সুতরাং 'সক্রেটিস হন মরণশীল' — এই অবধারণটি বিশ্লেষক অথবা সংশ্লেষক কোনটিই হতে পারেনা।

৩। তাছাড়া, বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্য অর্থহীন, কারণ এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে এই পার্থক্যটি স্পষ্ট নয়, একথা ঠিক যে এমন অনেক অবধারণ আছে যা স্পষ্টতই বিশ্লেষক, যেমন - 'সব পিতা হন পুরুষ', 'সব কুমারীরা হয় অবিবাহিত', আবার অনেক অবধারণ আছে যা স্পষ্টতই সংশ্লেষক, যেমন - 'সব মানুষ হয় মরণশীল', 'টুবাই হয় বুদ্ধিমান', কিন্তু এমন অনেক অবধারণ আছে যা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ তাল হচ্ছে বলতে কি বোঝায় তা এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়।

৪। কান্ট বিশ্লেষক অবধারণকে যেভাবে ব্যাখ্যা

করেছেন তা অতটা স্পষ্ট এবং সার্বজনগ্রাহ্য নয়। তাঁর মতে যে অবধারণের বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্য-র ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে বা উদ্দেশ্যের ধারণার অংশ বিশেষ হয়, সেই অবধারণকে বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল উদ্দেশ্য বিধেয় তো আর ভৌগোলিক বস্তু নয় যে একটি আর একটি বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকবে।

গ) A. J. Ayer প্রমুখ দার্শনিকরা বলেন যে একটি অবধারণ একসময় অবস্থায় সংশ্লেষক থাকে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অবধারণই বিশ্লেষক হয় এবং এই কারণেই অবধারণের সংশ্লেষক বিশ্লেষক ভেদটি চরম (Absolute) নয়। কিন্তু কান্টের কাছে এই ভেদটি চরম। তাঁর মতে সংশ্লেষক অবধারণ কোন অবস্থাতেই বিশ্লেষক হতে পারে না — এদের পার্থক্য শ্রেণীগত ও অপরিবর্তনীয়।

কান্ট কিন্তু বুঝেছিলেন যে, তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে, তাই তিনি সংশ্লেষক এবং বিশ্লেষক অবধারণের পরিচয় দিতে গিয়ে আর একটি মানদণ্ডের উল্লেখ করেছেন। এই মানদণ্ডটি হল সার্বজনীন স্বীকৃত বিরোধবাধক নিয়ম (Law of Contradiction) কান্ট বলেন যে, একটি অবধারণকে নিষেধ (Deny) করলে যদি স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তাহলে ঐ অবধারণটি বিশ্লেষক বলে চিহ্নিত হবে, অন্যথা সংশ্লেষক অবধারণ বলে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ — 'সকল ত্রিভুজ হয় ত্রিবাহু সম্পন্ন' — এই অবধারণটিকে নিষেধ করলে পাই — 'কোন কোন ত্রিভুজ নয় ত্রিবাহু সম্পন্ন' — এই অবধারণটি, কিন্তু এই অবধারণটির বক্তব্য স্ববিরোধী, কারণ ত্রিবাহু না থাকলে কোন কিছুকেই ত্রিভুজ বলে স্বীকার করা

আপনা, কোন কিছু জড়লিঙ্গ হিসাবে স্বীকার ও তার বিকৃতিকে অস্বীকার করা স্ববিরোধিতার নামান্তর মাত্র সুতরাং মূল অবধারণটি অর্থাৎ যে অবধারণটিকে নিষেধ করার ফলে এই স্ববিরোধিতা উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ "সকল জড়লিঙ্গ হয় বিকৃতিসম্পন্ন" — অবধারণটি বিশ্লেষক বলে গন্য হবে।

অপরপক্ষে 'সকল জড়লিঙ্গ হয় ভারি বা হুক' — এই অবধারণটিকে নিষেধ করলে আমরা পাই — 'কোন কোন জড়লিঙ্গ নয় হুক বা ভারি'। কিন্তু নিষেধটির বক্তব্য স্ববিরোধী নয়, কারণ কোন কিছুকে জড়লিঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিলেই তাকে হুক বা ভারি বলে স্বীকৃতি দিতে হবে তার কোন ব্যবহার কর্ম নেই, সুতরাং মূল অবধারণটি সকল জড়লিঙ্গ হয় হুক বা ভারি — সংশ্লেষক বলে গন্য হবে।

একই ভাবে দেখানো যায় যে, বৃষ্টি হচ্ছে অথবা হচ্ছেনা — এই অবধারণটি উদ্দেশ্য বিধেয়াত্মক আকারে না হলেও ঐ অবধারণটিকে বিশ্লেষক বলতে বাধা নেই, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে অথবা হচ্ছেনা — এই অবধারণটিকে নিষেধ করলে পাই — বৃষ্টি হচ্ছে অথবা হচ্ছেনা, কিন্তু তখনই এই অবধারণটি স্ববিরোধী বলে গন্য হবে। সুতরাং মূল অবধারণটি 'বৃষ্টি হচ্ছে অথবা হচ্ছেনা' — বিশ্লেষক হতে কোন বাধা নেই।